দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... APR 21 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

শিক্ষার মান সংরক্ষণ ও নকল প্রতিরোধ আন্দোলন-এ

শরীক হওয়ার জন্য সচেতন অভিভাবকদের প্রতি আকুল আবেদন

শিক্ষা অর্জন মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা। দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ভূলে গিয়ে আজ সনদ (সার্টিফিকেট) অর্জনের প্রতিযোগীতায় মেতে উঠেছে। তাই সনদ লাভের জন্য অনেকেই খুঁজছে সহজ পথ বা অসদুপায়।

ফলে শিক্ষার মান যেমনি কমছে, তেমনি গোটা জাতি মেধা শূন্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যার ফলে যে কোন প্রতিযোগীতায় ছিট্‌কে পড়ছে অনেকেই। এ অবস্থা চলতে থাকলে সমাজ ও জাতীয় জীবনে অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ দূর্যোগ নেমে আসবে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালনা করার মানসে শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিদেরকে নকল প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে সবিনয় অনুরোধ করছি।

আপনার ছেলে-মেয়েকে নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর সাথে সাথে বাড়ীতে যাতে পাঠে মনোযোগী হয় সে লক্ষ্যে প্রতিদিন অন্ততঃ ৪/৫ ঘন্টা লেখা-পড়া নিশ্চিত করুন।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যদি ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত লেখা-পড়া করে তবে নকল প্রতিরোধের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে, এছাড়া সহজ বা বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই।

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই।

সারা দেশে প্রতিটি থানা হতে সচেতন অভিভাবকদের নিয়ে **"শিক্ষার মান সংরক্ষণ ও নকল প্রতিরোধ আন্দোলন"** জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকায় এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত সম্মেলনে দেশের প্রতিটি থানা ভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়ে এক "জাতীয় কমিটি" গঠন করা হবে। শিক্ষানুরাগী অভিভাবক ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি যারা উক্ত আন্দোলনে নিজ নিজ থানায় কমিটি গঠন করতে ইচ্ছুক তারা নিম্ন ঠিকানায় লিখুন। সম্মেলনে আসার দাওয়াতপত্র যথাসময়ে আপনাকে পাঠানো হবে।

আহবায়ক-

মিয়া আবদুল্লাহ ওয়াজেদ

সাবেক সংসদ সদস্য

শিক্ষার মান সংরক্ষণ ও নকল প্রতিরোধ আন্দোলন

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ওয়াজেদ নগর, ডাকঘরঃ কুটি,
থানাঃ কসবা, জেলাঃ বি-বাড়ীয়া।